বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো [illegible]
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খবর

১০৭

তারিখ 12 AUG 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক খবর

ঢাকা, শনিবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৯৬ বাংলা

প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষক

আমাদের মত দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশের জন্য শিক্ষার বিকল্প কিছু হতে পারে না। দেশের আর্থ-সামাজিক ও কৃষ্টির উন্নতি বিধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা। আর এ কাজটি সাফল্যের সাথে সমাধা করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে সব চাইতে বেশী। সরকার এ বিষয়টি অনুধাবন করেছেন। দেশে বর্তমানে সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে সেই সুযোগ অনুপস্থিত। কিন্তু সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে অপরিহার্য, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষাকে একই সাথে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর এ যাবৎ যে ক'টি শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বেরিয়েছে তার সব ক'টিতেই অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সে ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। তবে শোনা যাচ্ছে, বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে আশারকথা।

কিন্তু আশা যতক্ষণ বাস্তবায়িত না হয় ততক্ষণ তা রঙিনই থেকে যায়। স্বাধীনতার ১৮ বছর ধরে আমরা শুধু স্বপ্নই দেখে যাচ্ছি যে, দেশের সকল মানুষ শিক্ষিত হবে, নিরক্ষরতা দূর হবে, দেশ হবে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত। কিন্তু আমাদের সেই স্বপ্ন ফলবতী হয়নি এখনও। অধিকন্তু আশার সাথে বাস্তবের মিলও খুব একটা নেই। যেমন ধরা যাক, প্রাথমিক শিক্ষার কথা। সন্দেহ নেই, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বভাবতঃই আনুপাতিকহারে শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি এতকাল। এমনকি অনেক প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকদের শূন্য পদ পূরণেও দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ্য করা যায়। এসব কারণে প্রাইমারী শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শুধু স্কুল ভবন, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, বই, খাতা আর কলম থাকলেই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্যে এসব উপকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে একথা অনস্বীকার্য। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শিক্ষকের। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অভাব কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। কেননা, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার ভিত্তি। এখানে শিক্ষার্থীরা সবাই শিশু নয়তো কিশোর-কিশোরী। এদের লেখা-পড়া ধরিয়ে দিতে হয়। হাতে-কলমে শিখিয়ে দিতে হয় নানান বিষয়। নতুবা উচ্চতর শিক্ষার জন্যে এদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। মোট কথা, শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ওপরই এদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ ভিত্তি তৈরী হয়। আর এজন্যেই প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের আনুপাতিকহারে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি এতটা গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই সম্ভবতঃ সরকার সহকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোর জন্য আরো বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের কথা ভাবছেন। সম্প্রতি দৈনিক খবরে প্রকাশিত এক রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়, সরকার দেশের মোট ৩৭ হাজার ২শ' ২২টি সরকারী প্রাথমিক স্কুলের জন্য শতকরা ৬৫ ভাগ সহকারী শিক্ষকের পদোন্নতিও শতকরা ৩৫ ভাগ সরাসরি নিয়োগের বিধান রেখে ৩৭ হাজার ২শ' ২২ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বেতনের স্কেল সমেত সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব ও নাকি পেশ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবে পদোন্নতির মাধ্যমে শতকরা ৬৫ ভাগ সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ফলে যে সমসংখ্যক সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হবে সেগুলো পূরণ করার কথাও বলা হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষকের অভাব কিছুটা হলেও দূর হবে- এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। শিক্ষকের অভাব দূর হলে লেখা-পড়ার সুযোগ আগের চেয়ে বাড়বে এবং স্কুলগুলোর প্রশাসন ব্যবস্থাও আগের চেয়ে উন্নত হবে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, দেশে এই প্রথমবারের মত সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিধান কার্যকরী হচ্ছে। এ ব্যবস্থা স্কুল প্রশাসনে গুণগত পরিবর্তন সাধনে সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাই যত বিলম্বেই হোক এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে আমরা বলতে চাই 'বেটার লেট দ্যান নেভার।' অবশ্য এ ব্যবস্থার ফলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় রাতারাতি কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে এমন কথা আমরা বলবো না। শিক্ষার হার বাড়াতে হলে বা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' গ্রহণ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এজন্যে যেমন আরো স্কুল প্রতিষ্ঠা করা দরকার, তেমনি শিক্ষকের সংখ্যাও আরো বাড়ানো প্রয়োজন। অনেক বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল আছে যেগুলো অর্থাভাবে চলতে পারে না। এসব স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যাও কম। এসব স্কুলকে পর্যায়ক্রমে সরকারী স্কুলে পরিণত করা দরকার। এছাড়া বিত্তবানরা যদি এসব স্কুল পরিচালনায় সাহায্য করেন এবং অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগদানে সরকারের পাশাপাশি কাজ করেন- তাহলে আমাদের বিশ্বাস, নিরক্ষরতা দূরীকরণের সমস্যা অনেকটাই হালকা হবে। দেশে শিক্ষার হারও বাড়বে দ্রুতগতিতে।